দৈনিক বাংলা ...০৮৮ 20

তারিখ 25 MAY 1986
পৃষ্ঠা 1 কলাম 8

...রিক আইন বিধি জারি

ষাট গম্বুজ মসজিদ সরকারী হাতে ন্যস্ত

বাগেরহাটের ষাট গম্বুজ মসজিদ এবং তার সংলগ্ন পুরাতাত্ত্বিক কীর্তিসমূহ সংরক্ষণ ও রক্ষার জন্যে সরকার ১৯৮৬ সালের তিন নম্বর সামরিক আইন বিধি জারি করেছেন।

এই সামরিক আইনবিধির পূর্ণ বিবরণ : ১৯৮২ সালের ঘোষণা অনুযায়ী এবং সেই ঘোষণায় তাঁকে প্রদত্ত সকল ক্ষমতাবলে প্রধান সাম-

(৫-এর পৃঃ দ্রঃ)

ষাট গম্বুজ মসজিদ

(১-এর পৃঃ পর)

রিক আইন প্রশাসক নিম্নলিখিত সামরিক আইন জারি করেছেন :

১। অপর যে কোনো আইন অথবা যে কোনো চুক্তি কিংবা ইনস্টুমেন্টে এর পরিপন্থি যা কিছুই থাক না কেন তা সত্ত্বেও এই সামরিক আইনবিধি কার্যকর হবে।

২। এই বিধি বলবৎ হওয়ার পর থেকে

ক। বাগেরহাট জেলার সুন্দর ঘোনা মৌজায় অবস্থিত ষাট গম্বুজ মসজিদ ও ঘোড়া দীঘি নামে পরিচিত প্রাচীন নিদর্শন ও পুকুর তফসিলে বর্ণিত জমি দালান সমেত এবং সেখানে দণ্ডায়মান কাঠামোগুলো যে অতঃপর এক সঙ্গে ষাট গম্বুজ মসজিদ এলাকা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এবং এই ষাট গম্বুজ মসজিদ এলাকা সকল দায়মুক্তভাবে সরকারের হাতে ন্যস্ত থাকবে।

খ। এই বিধি জারি হওয়ার আগে ষাট গম্বুজ মসজিদ এলাকা অথবা এর কোনো অংশ কোনো ব্যক্তিকে ফিরিয়ে দেয়া কিংবা তার ওপর কোনো ব্যক্তির অধিকার প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত সুপ্রীম কোর্টসহ কোনো আদালতের সকল রায় ডিক্রি নির্দেশ রিট ও আদেশ বাতিল ও কার্যকর নয় বলে বিঘোষিত হবে।

গ। ষাট গম্বুজ মসজিদ এলাকা অথবা তার কোনো অংশ সংক্রান্ত সকল মামলা আপীল পিটিশন আবেদন এবং সুপ্রীম কোর্টসহ কোনো আদালতে বিচারাধীন অন্যান্য আইনগত বিষয় বাতিল বলে গণ্য হবে এবং তা আর চালানো যাবে না।

৩। (১) এই বিধি বলবৎ হওয়ার ত্রিশ দিনের মধ্যে ষাট গম্বুজ এলাকা অথবা তার কোনো অংশে প্রত্নতত্ত্ব ও মিউজিয়াম বিভাগ ছাড়া সকল ব্যক্তিকে ওই এলাকা ছেড়ে যেতে হবে।

(২) এই বিধির (১) উপ অনুচ্ছেদে বর্ণিত বিষয় অতিক্রান্ত হওয়ার পর এক মাত্র প্রত্নতত্ত্ব ও মিউজিয়াম ছাড়া কোনো ব্যক্তিকে ষাট গম্বুজ মসজিদ এলাকা বা তার কোনো অংশে দখলে থাকতে দেখা গেলে সরকার অথবা সরকারের অনুমোদিত কোনো ব্যক্তি কোনো নোটিশ ছাড়াই তাকে উৎখাত করতে পারবেন এবং এ ধরনের উৎখাতের জন্য প্রয়োজনীয় বল প্রয়োগ করতে পারবেন।

৪। ৩(২) অনুচ্ছেদে বর্ণিত বিধানাবলীর অর্থের পরিপন্থি কিছু ছাড়া ৩(১) অনুচ্ছেদে বর্ণিত সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার পর কাউকে ষাট গম্বুজ মসজিদ এলাকা কিংবা তার কোনো অংশে অননুমোদিত দখলদার হিসেবে পাওয়া গেলে তাকে কারাদণ্ড দেয়া হবে এবং সেই কারাদণ্ডের মেয়াদ দু বছর পর্যন্ত হতে পারে অথবা তার জরিমানা অথবা জেল ও জরিমানা উভয় দণ্ডই হতে পারে।

৫। (১) বিধিতে যেমনটি উল্লেখ করা হয়েছে তদনুযায়ী ষাট গম্বুজ মসজিদ এলাকা কিংবা তার কোনো অংশ থেকে উৎখাত হওয়ার জন্যে কোনো ব্যক্তি সরকারের কাছ থেকে অথবা ষাট গম্বুজ মসজিদ এলাকা কিংবা তার অংশ পরিদর্শনের জন্যে অপর ব্যক্তির কাছ থেকে কোনো ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবেন না। কোনো আদালতে তার উৎখাত ও দখল হারানোর জন্যে কিংবা ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্যে কোনো মামলা করা যাবে না পিটিশন আবেদন করা যাবে না।

(২) এই বিধি অনুযায়ী সরকারের গৃহীত সম্পত্তির জন্যে সরকার সেই ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণ দেবেন যার সম্পত্তি অধ্যাদেশে বর্ণিত ১৯৮২ সালের (১৯৮২ সালের দ্বিতীয়) স্থাবর সম্পত্তি এ্যাকুইজিশন ও রিকুইজিশন অধ্যাদেশ বলে দখল করা হয়েছে তাকে।

(৩) এই বিধি অনুযায়ী ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণ করবেন ডেপুটি কমিশনার এবং ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ ডেপুটি কমিশনার যতটা সম্ভব উল্লিখিত অধ্যাদেশের অধীনে দখলীকৃত ক্ষতিপূরণ দানের একই প্রক্রিয়া ও নীতি অনুসরণ করবেন।

৪। ক্ষতিপূরণের পরিমাণের ব্যাপারে অথবা ক্ষতিপূরণের কোনো অংশের ব্যাপারে কিংবা অধিকারের ব্যাপারে কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হলে এই সিদ্ধান্ত পাওয়ার ৬ দিনের মধ্যে তাকে সিদ্ধান্ত ও তার অংশের সংশোধনীর জন্যে অধ্যাদেশের চতুর্থ অধ্যায় বলে নিযুক্ত নিষ্পত্তিকারীর কাছে আবেদন করতে হবে।

৬। (১) প্রত্নতত্ত্ব ও যাদুঘর বিভাগ ষাট গম্বুজ মসজিদ এলাকা রক্ষা করবে রক্ষণাবেক্ষণ করবে এবং পরিচালনা করবে। ষাট গম্বুজ মসজিদকে প্রাচীন সৌধ হিসেবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হবে।

(২) উপ অনুচ্ছেদ (১)-এ বর্ণিত যা কিছুই থাক না কেন তা সত্ত্বেও ষাট গম্বুজ মসজিদ সর্বদাই একটি মসজিদ রূপেই ব্যবহৃত হবে।